দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের আবাসন সংকট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিককালে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়ে নাই তাহাদের আবাসন সুবিধা। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭ হাজারেরও বেশি। তন্মধ্যে ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ১৪ হাজারেরও বেশি ছাত্রী। ইহার মধ্যে আবাসিক ছাত্রীর সংখ্যা ৬ হাজার ৩৪৪ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯টি আবাসিক হলের মধ্যে মাত্র পাঁচটি হল ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ রহিয়াছে। চারটি হোস্টেলের মধ্যে বরাদ্দ রহিয়াছে দুইটি। এভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেকেরও বেশি ছাত্রীর কোনো আবাসিক সুবিধা নাই। ফলে এই ক্ষেত্রে তাহারা চরম দুর্ভোগ ও ভোগান্তি পোহাইতেছে। বিশেষত যাহারা মফস্বল হইতে ঢাকায় পড়াশুনার জন্য আসিতেছে তাহাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহির হইতে যাতায়াত করিবার কারণে একদিকে যেমন খরচ বাড়িতেছে, তেমনি তাহাদের নিরাপত্তাও পড়িতেছে চরম ঝুঁকির মধ্যে। আবাসন সুবিধা সংকুচিত হওয়ায় ছাত্রীদের জন্য যে কয়েকটি হল ও হোস্টেল রহিয়াছে, সেখানে সিট পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় এইক্ষেত্রে মেধা বা প্রয়োজনের বদলে রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করিয়া থাকে। সিট পাওয়া গেলেও প্রথম কয়েক বৎসর কাটে অত্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের ডাবলিং করিতে হয় বা গণরুমে, অতিথি রুমে থাকিতে হয় গাদাগাদি করিয়া। এমনকি দোতলা খাটে থাকিতেও দেখা যায় কোনো কোনো ছাত্রীকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের এক একটি গণরুম যেন অনেকটা শরণার্থী শিবির। ফলে রাত্রে ছাত্রীরা ঠিকমত ঘুমাইতে পারে না। পড়াশুনাও হয় ব্যাহত।

শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নহে, এই চিত্র আসলে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও বিদ্যমান। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। যদিও আবাসন সংকট ছাত্রদের ক্ষেত্রেও আছে, তবে ছাত্রীদের বেলায় এই সংকট প্রকট। সার্বিকভাবে নারী শিক্ষার উন্নতির কারণে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও তাহাদের পদচারণা বাড়িতেছে যাহা আশাব্যঞ্জক। এই সাফল্য ধরিয়া রাখিতে হইলে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর আবাসন সুবিধা বাড়াইতে হইবে। পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা না থাকিবার কারণে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কেহ কেহ হেল্‌থ কেয়ার সেন্টারে বা ঝুঁকিপূর্ণ চাষি হোস্টেলে থাকিতেছে এমন খবরও ইতোমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিট সংকটের সমাধানের দাবিতে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনেরও দৃষ্টান্ত আছে। আবাসন সংকটের কারণে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইতেই অনাবাসিক হিসাবে ছাত্রীদের ভর্তি করিতেছে, আছে এমন অভিযোগও। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা দীর্ঘদিনের।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বা সংলগ্ন আবাসিক হল-হোস্টেলে ছাত্রীরা থাকিতে পারিলে তাহাদের সহজে লেখাপড়া চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে। এইজন্য ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নহে, এই ব্যাপারে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও নিজ নিজ সমর্থ অনুযায়ী উদ্যোগ নিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে তুলনামূলকভাবে কম খরচে থাকা-খাওয়া যায় এমন প্রাইভেট ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণেও উৎসাহিত করিতে হইবে। সেখানে থাকিতে হইবে নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। ঐতিহ্যবাহী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাহাদের পুরাতন ছাত্রী হল ও ডরমেটরিগুলি ভাঙিয়া নূতন করিয়া বহুতল ভবন নির্মাণ করিতে পারে। ইহা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই ভবন সংস্কারের পাশাপাশি আপদকালীন সংকট মিটাইতে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে হোস্টেল ভাড়া করিয়া তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা যাইতে পারে। পরিশেষে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে লেখাপড়া চালাইয়া যাইতে পারে, এইজন্য তাহাদের আবাসিক সংকট মোকাবিলায় সরকারেরও আন্তরিকভাবে আগাইয়া আসা একান্ত আবশ্যক।